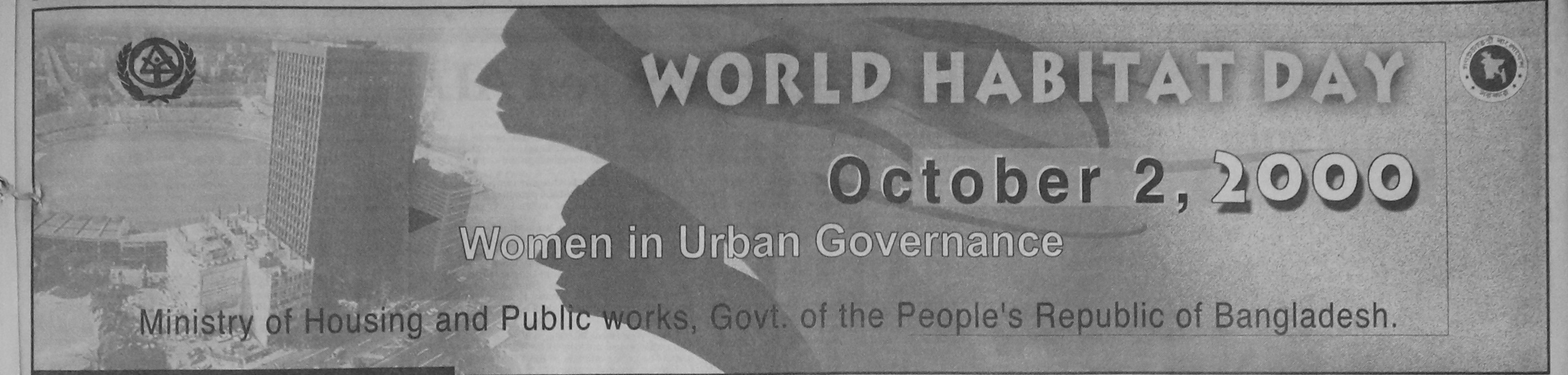

Planning & Design : Ad Empire

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

জাতিসংঘের উদ্যোগে এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Women in Urban Governance' অর্থাৎ 'নগর ব্যবস্থাপনায় নারী' প্রশংসার যোগ্য।

অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে নগর ব্যবস্থাপনার সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতায় দেশের নারী সমাজ পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ কারণে নগর ব্যবস্থাপনা সহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বহ। সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সবার কাম্য।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০০০-এর সাফল্য কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

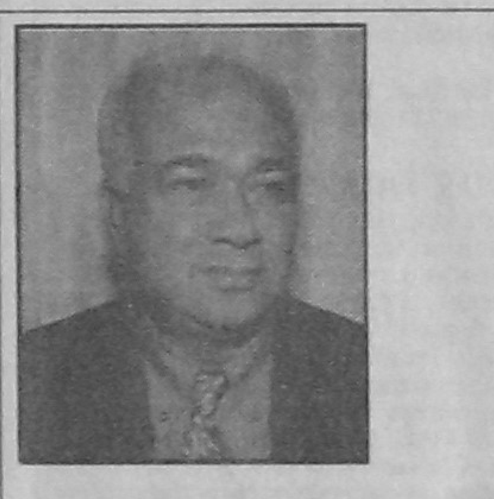

মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নারী তার কর্মদক্ষতা ও সুব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিবারের জন্য একটি গৃহকে যেভাবে শান্তির নীড়ে পরিণত করে থাকেন, নগর ব্যবস্থাপনার সর্বস্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করা হলে তাঁরা নগর জীবনেও অনুরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এবারের বিশ্ব-বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'Women in Urban Governance' অর্থাৎ 'নগর ব্যবস্থাপনায় নারী' একটি অত্যন্ত সঠিক ও সময়োপযোগী শ্লোগান।

নগর তথা সমাজ উন্নয়নে নারীরা যেভাবে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছেন তা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার দাবী রাখে। আগামী দিনে যাতে এ অংশীদারিত্ব আরো ব্যাপক এবং সক্রিয় হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা। নগর জীবন যাত্রার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের এমন কিছু চাহিদা থাকে যা পুরুষের চাহিদার অনুরূপ নয়। আবহমান কাল থেকে আমাদের পুরুষ প্রভাবিত সমাজে এ চাহিদার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

নগর সুবিধাদির বেদনাদায়ক বিষয় হল-বাসস্থান সংকট। নিম্ন আয় শ্রেণীর জন্য এটি একটি স্থায়ী ও প্রকট সমস্যা। নগরের নিম্ন মূল্যের গৃহটিও তাদের ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারগুলোর জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আবাসন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

আমি আজকের দিনের প্রতিপাদ্য বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে নারীদের নগর ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করে নগর জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করতে উদ্যোগী হবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সে সাথে "বিশ্ব বসতি দিবস ২০০০" উদযাপন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন

নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনে নারী

ড. শাহনাজ হক হুসেন
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনে নারী"। বিষয়টি একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে সময়োচিত ও প্রশংসনীয়। দেশের সার্বিক পরিসংখ্যানের বিভিন্ন মাপকাঠি যেমন শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে নারীরা অধিকভাবে বঞ্চিত। কিন্তু এই বঞ্চনা সত্ত্বেও দেশের অগ্রগতি ও আধুনিকায়নে বাংলাদেশের নারী সমাজের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বাধা অতিক্রম করে প্রতিদিন বহিরাঙ্গনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধমান হারে নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় নারী পুরুষের সমতা সঠিক হলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও পরিচালন কার্যকরী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

Governance/পরিচালন ও নগর পরিচালন:
'পরিচালন' বা Governance শব্দটির প্রয়োগ ও প্রসার দ্রুত হারেই ঘটছে। পরিচালন হচ্ছে সরকারের এমন একটি প্রক্রিয়া যা তার সংস্থাসমূহের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, তার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া, প্রতিনিধিত্ব এবং দায়িত্বশীলতার কাঠামোর নিশ্চয়তা দান করে। যার মাধ্যমে সরকার ও নাগরিক সম্পর্কের সহজীকরণ ও কার্যকারিতার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিচালন, বিশেষভাবে নগর পরিচালনের তাৎপর্য অত্যাধিক। কারণ, বাংলাদেশের নগরায়নের হার এখনো মাত্র ২৫ শতাংশে হলেও absolute বা চরম অর্থে নগরায়িত জনসংখ্যা ২২ মিলিয়নেরও বেশী। এই দ্রুত নগরায়নের ফলে দেশের শহর ও নগরগুলোর বৃদ্ধিও ঘটেছে দ্রুত হারে। এমনকি গত দশকের মেট্রো ঢাকা আজ পরিণত হয়েছে মেগাসিটিতে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীলতার ভার ঢাকা মেগাসিটিকে জর্জরিত করে তুলেছে।

নগরীয় পরিচালন বা শাসন ব্যবস্থায় নারীর সম্পৃক্ততা ও যৌক্তিকতা
নগরীয় শাসন ও নগর পরিচালন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, নাগরিক ভৌত অবকাঠামো এবং নগরীর পরিকল্পনা কর্মকাণ্ড প্রণয়ন করে থাকে। আর এই নগর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় প্রধানতঃ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং বিভাগও নগরীতে কিছু utility বা প্রয়োজনীয় পৌর সেবা প্রদান করে থাকে। তবে নগরীর সকল শ্রেণীর নাগরিক গোষ্ঠীর মধ্যে এই সুযোগ সুবিধাগুলো সমানভাবে বন্টিত নয়। আর সে কারণেই নগরীয় নারী সমাজ বিশেষ করে দরিদ্র নারী সমাজ আজ বিভিন্ন নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের শহর এবং নগরের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই হচ্ছে নারী, যারা নানাভাবে নগরীর বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করছে। আর যতই নগরীর কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের হার বাড়ছে ততই তাদেরকে নগরীর জীবন যাত্রার প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আর এ কারণেই নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করলে এ সকল অসুবিধাগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তার সমাধান যেমন সহজ হবে তেমনি নগর পরিচালন ও সুষ্ঠু হবে। তাই নগরীয় শাসন ব্যবস্থায় নারীদের সম্পৃক্ততার ও যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার মূল্যায়ন করা উচিত।

নগরীয় শিক্ষা প্রসারে নারীর ভূমিকাঃ
শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার মহিলাদের, বিশেষ করে অভিবাসনকারী দরিদ্র মহিলাদের নগরে সম্পৃক্ত হওয়ায় এবং নগরীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়া (Urban adaptation) ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে নগরীর বিভিন্ন ইস্যুতে সর্বস্তরের নারী বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের সোচ্চার হওয়াই এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষা ও সচেতনতাই আজ অবহেলিত নারী সমাজকে তাদের দাবী পূরণের লক্ষ্যে একত্রিত করেছে এবং নগরীতে তাদের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আর এ কারণেই আজ সরকার অধিক হারে নগর পরিচালনে শিক্ষিত নারীদের সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নারীদের সম্পৃক্ত করার ফলে বস্তিবাসী শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটছে। এই শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা Formal education- এ সীমাবদ্ধ নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা Non Formal শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নারীদের Livelihood বা জীবিকার দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

নগরীয় অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা ঃ
নগরীতে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর নারী প্রতিনিয়ত নগরীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্র অভিগমনকারী নারী বিভিন্নভাবে নগরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

দরিদ্র কর্মজীবী নারী বিশেষ করে পোষাক শিল্প ও নির্মাণ শিল্পে কর্মরত নারীদের স্বাস্থ্য ও বাসস্থান উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা নেই। নিম্নমানের স্বাস্থ্য ও অপুষ্টির কারণে তারা তাদের ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সরকার তথা নগর পরিচালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। তাই নগর পরিচালনের সকল স্তরে নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত হওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ।

নারী, রাজনীতি প্রশাসন ও নগর পরিচালন
গত এক দশক থেকে বাংলাদেশে দুইজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে থাকলেও মন্ত্রণালয়গুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে যদিও আগের সরকারের তুলনায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে তবুও এই হার খুবই কম, অর্থাৎ ৮ শতাংশ থেকে মাত্র ১৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সরকারের ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মহিলা চাকুরিজীবীর হার মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ৮ ভাগ। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব ২ শতাংশেরও কম।

ইউনিয়ান পরিষদের নির্বাচনে অধিকহারে নারীদের অংশগ্রহণ, জনগণের ভোটে সরাসরি ও বিজয়ী হওয়া-এ সব কিছুই সরকার পরিচালনে নারীদের সক্রিয় ভূমিকাকে নিশ্চিত ও জোরদার ও অর্থবহ করে তুলেছে। পৌরসভাগুলোতে আজ মহিলারা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। যদিও চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কমিশনারের পদে সরাসরি নির্বাচনে মহিলাদের সংখ্যা এখনো খুব কম তবে সংরক্ষিত আসন অর্থাৎ মোট পদের এক দশমাংশ পদে মহিলাদের মনোনীত করা হচ্ছে। অধিক হারে সরাসরি নিবাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজন উদ্বুদ্ধকরণ। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোশেনে ২০ জন ওয়ার্ড কমিশনার রয়েছে যার মধ্যে ২জন সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

নগরীয় প্রতিবেশে নারীর ভূমিকা
নগরীতে বসবাসকারী সকল নাগরিকের মতো নারীও আশা করে নির্মল ও নিরাপদ প্রতিবেশে বসবাস। কিন্তু নগরীয় নারী সমাজের প্রায় সকলেই আজ নিরাপত্তাহীনতার শিকার। ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী পাচার থেকে শুরু করে নগরীতে প্রতিনিয়তই নারীদের সহ্য করতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অশোভন কটূক্তি, ধাক্কা ধাক্কিসহ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য। দরিদ্র নারী সমাজের অবস্থা আরো অসহনীয়। বাসস্থান, পয়ঃব্যবস্থা, শৌচাগার, পানীয় পানি, স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদন, পরিবহন ও যাতায়াতের দূর্ভোগ তাদের জীবনযাত্রাকে সমস্যা সঙ্কুল করে তুলেছে প্রতিনিয়ত। নগরীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব তাদের এ সমস্যাসমূহের নিরসনে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ সহায়ক হবে।

নগর পরিকল্পনায় নারীর ভূমিকাঃ
কর্মজীবী নারী বিশেষ করে পোষাক ও নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ ভৌতপরিবেশে কর্মরত রয়েছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে পোষাক শিল্পের ভৌতপরিবেশের উল্লেখ করা যায়। কারখানা ভবনগুলো শিল্পোৎপাদনের উপযোগী নয়। ফলে নারীরা কারখানাগুলোতে আগুন লাগার কারণে অহরহ প্রাণ হারাচ্ছেন। আবাসনের ক্ষেত্রে একক মহিলাদের নগরে মেসে বা হোস্টেলেরও তেমন ব্যবস্থা নেই। তাই কর্মজীবী মহিলাদের আবাসনের তীব্র সংকট থাকলেও নগর পরিকল্পনায় এ ধরনের সুযোগ সুবিধার দিকে দৃষ্টি নেয়া হয় না বললেই চলে। পরিবহন পরিকল্পনায়ও একই অবস্থা। কর্মজীবী মহিলা ছাড়াও আজকার নগরীতে মহিলাদের দোকান, বাজার, বাচ্চারের স্কুলে আনা নেয়া ছাড়াও বিভিন্ন কাজে মহিলাদের প্রতিনিয়ত বাইরে বার হতে হচ্ছে। অথচ নগরীর সড়কগুলোর দুরবস্থা, ফুটপাতের অপ্রতুলতা ও দূরবস্থা তাদের জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে তুলেছে। নগরে নারীদের জন্য মার্কেট, অফিস এবং রাস্তাঘাটেও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ে বাস ছাউনীগুলোতে তাদের খোলা আকাশের নীচে কষ্ট পোহাতে হয়। পার্ক বা উন্মুক্ত স্থানে বসার কোন নির্দিষ্ট স্থানও নেই। তাই নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে নারী প্রতিনিধি সিভিল সোসইটির প্রতিনিধিত্বকারী নারী, নারী অধিকার আদায়ে সোচ্চার প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্পৃক্ত করলে নগর পরকল্পনার সুফল পাওয়া সম্ভব।

উপসংহারঃ
বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে (১০, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯) নারীদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও নারী এখনো এ সকল অধিকারের পূর্ণ সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত। আর এ কারণেই নগর পরিচালনেও তাদের ভূমিকা এখনো তেমন শক্তিশালী নয়। তাই নগর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় অধিকহারে নারীর অংশগ্রহণ এখনো তাদের অংশীদারিত্বের সমতা সৃষ্টি করেনি। তবে এ সত্ত্বেও তাদের ক্ষমতায়ণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নগর পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। নগরীর নারী সমাজ আজ অধিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অপরাধ বৃত্তির বৃদ্ধি ঘটেছে অস্বাভাবিক হারে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার এই অবস্থাকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এই অপরাধের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নরগীর নারী। এসিড নিক্ষেপ, নারী পাচার, ধর্ষণকারী ইত্যাদি আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই নগর পরিচালনে নারীদের সম্পৃক্ততা তাদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরতে ও তার প্রতিকারে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। তাছাড়া মহিলা অধিকার সংরক্ষণার্থে দেশে যে সকল আইন তৈরী হয়েছে সে সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও তার সুবিধা গ্রহণ, অপরাধের প্রতিবাদ ও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে নারী সমাজ আজ এগিয়ে আসছে এবং আন্দোলন করছে। এই সকলের যথাযথ বাস্তবায়নেও নগর পরিচালন কর্তৃপক্ষের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে মহিলাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে। মোট কথা সম অংশীদার হিসেবে স্থানীয় সরকার ও নগর পরিচালনায় নারীদের অংশগ্রহণ একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নগর উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

আজিজুল হক
চেয়ারম্যান, রাজউক

ভূমিকা ঃ জাতিসংঘের বসতি বিষয়ক সংস্থা হ্যাবিট্যাট (UNCHS-HABITAT) কর্তৃক এবারে বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে নগর পরিচলনে নারী (Women in Urban Governnance)। এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন নিঃসন্দেহে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ। বিশ্বে বিভিন্ন উন্নয়ন ফোরামে নারীদের ভূমিকা, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ, নারীদের অধিকার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির কারণে নারীদের ক্ষমতায়নের দিকটি আজ বহুল আলোচিত। জাতিসংঘ এ বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে ১৯৭৫ সালে- 'বিশ্ব নারী বর্ষ' ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষিত হয় ১৯৭৬-৮৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৫ সাল হতে বিশ্ব নারী সম্মেলনে পাঁচটি ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব চিহ্নিত হয়- তা হচ্ছে ঃ নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার। আজকের দিবসের প্রেক্ষাপটে বলা যায় এবারের প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী হয়েছে। নগরীর কার্যক্রম পরিচালনে নারীদের গুরুত্ব এ দিবসের আলোচনায় আলোচিত হবে- যা আমাদের চিন্তায়, মননে ও সর্বোপরি উন্নয়নে শক্তি যোগাবে।

নগর গঠনে নারী - নগর গঠনে নারীদের ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। নগর সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নগর গঠনে নারী সমাজের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষায়, ব্যবস্থাপনায়, প্রশাসনে, চিকিৎসায়, প্রকৌশল এমনকি রণক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে দেশ শাসন তথা নগর শাসনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বেশ পূর্বেই শুরু হয়েছে-সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ ধারা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর অগ্রসরতা লক্ষণীয়।

নগর ক্ষমতায়নে নারী- এ ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বে দেখা যায় অনেক বড় নগরের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে নারী, নির্বাচিত হয়েছেন মেয়র পদে। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ যেমন-ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডে মেয়র পদে আসীন হয়েছেন নারীরা। আমাদের দেশেও মহিলারা নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, পৌরসভার কমিশনার, সংসদের সদস্য পদে আসীন হয়েছেন। আজ দেশের সরকার প্রধান একজন নারী। অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন নারী।

নগর প্রশাসন ও বিচার কার্যে নারী ঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশের প্রশাসন ও বিচার কার্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নারীরা নিজেদোরকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ থানা পর্যায় হতে শুরু করে জেলা পর্যায়ে এবং প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীরা যোগ্যতার সাথে তাদের কার্যাদি পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি আমাদের দেশে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে একজন মহিলা প্রথম নিয়োগ লাভ করেছেন। তবে এর আগেই রাষ্ট্রদূত ও সচিব পদে মহিলারা নিয়োগ পেয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

পেশাগত কাজে নারী- পাশ্চাত্য ও দূর প্রাচ্যের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও আমাদের দেশে নগরীয় জীবনে পেশাগত কাজে নারীরা এগিয়ে আসছেন। ব্যাংক, বীমা, বিমান, টেলিফোন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে আজ নারী সমাজ স্ব-স্ব যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

তথ্য প্রযুক্তিতে নারী- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীরা এদেশে পিছিয়ে নেই। কম্পিউটার প্রকৌশলী, প্রোগ্রামার, অপারেটর, গ্রাফিক ডিজাইনার সহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে নগরীতে নারীরা আজ যোগ্যতার সাথে কাজ করে চলেছেন।

নগর পরিকল্পনা, প্রকৌশল ও স্থাপত্য পেশায় নারী- বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর নগর উন্নয়নে পেশাগত কাজে যেমন- নগর পরিকল্পনা, প্রকৌশল ও স্থাপত্য ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ঢাকা মহানগরীসহ অন্যান্য শহরে নগরীর অবকাঠামো উন্নয়নে ও স্থাপনা নির্মাণে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা পেশাজীবীদের অবদান আজ জাতীয়ভাবে স্বীকৃত। ঢাকা মহানগরীর উল্লেখযোগ্য ভবনসমূহ যেমন-নগর ভবন, এল,জি,ই,ডি ভবন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে মহিলা স্থপতি ইমরাতের স্থাপত্য নকসা প্রণয়ন করেছেন। নগরীতে নির্মিত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন বেসরকারী ইমারাত সমূহ আজ মহিলা প্রকৌশলী ও স্থপতিবৃন্দের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হচ্ছে। শুধু স্থাপনার ক্ষেত্রেই নয়-নগর অবকাঠামো উন্নয়নে যেমনঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সড়ক উন্নয়ন, পয়ঃপ্রণালী উন্নয়নে, টেলি প্রকৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে আজ পুরুষের পাশাপাশি নারী প্রকৌশলীগণ সমকক্ষতা অর্জন করেছেন। মহানগরীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প ভিত্তিক লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নে রাজউকের মহিলা পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিবৃন্দ সক্রিয় ও (উত্তরা ৩য় পর্ব, ঝিলমিল প্রভৃতি) অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া সম্প্রতি ঢাকা ও চট্টগ্রামের জন্য প্রণীত স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রকল্পে নারী পরিকল্পনাবিদরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

নগর ব্যবস্থাপনায় নারী- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ দেশের প্রতিটি পৌর কমিটিতে নারীরা নির্বাচিত হয়ে নগর ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংংশগ্রহণ করছেন। তারা তাদের পুরুষ সহযোগিদের সাথে এক হয়ে কাজ করছেন এবং তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট নারীরা অধিকতর হারে নগর ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে আসছেন এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে। তারা তাদের যোগ্যতা দিয়েই এই গুরুদায়িত্বে তাদের অবস্থান দৃঢ়তর করতে সক্ষম হবেন।

চিকিৎসা সেবায় নারী- চিকিৎসা ও সেবিকা পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ এদেশে বেশ কয়েক দশক আগ থেকেই শুরু হয়েছে। আজ এ পেশায় নারীদের অবস্থা পুরুষদের প্রায় কাছাকাছি। তাঁরা নগরীর মানব সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী- নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতায় এ দেশের মহিলা সমাজ নিজেদের অবস্থানকে ক্রমেই দৃঢ় করে চলেছেন। শিক্ষকতা পেশায় মহিলারা ৩০ শতাংশ পদে নিয়োজিত রয়েছেন এ ধরনের বেসরকারী তথ্য থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, নারীরা এই ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচ্যের তুলনায় এ অগ্রগতি অনেকটা আশাব্যঞ্জক। শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের কৃতকার্যতা আমাদের আশান্বিত করছে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে নারীদের সকল কৃতকার্যতা আশার আলো জ্বালায়।

আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পেশায় নারী- আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারীভাবে আনসার ও পুলিশ বিভাগের নারীদের নিয়োগ শুরু হয়েছে কয়েক বছর ধরে। সামাজিক ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায়, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মহিলা পুলিশদের অংশগ্রহণ পেশাগতভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নগরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তারা ক্রমেই এগিয়ে যাবেন- এ ব্যাপারে সরকার সক্রিয় রয়েছেন।

শিল্প ক্ষেত্রে নারী- পুঁজি বিকাশ ও শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে নগর অর্থনীতি বেগবান হয়। ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ২ হাজার গার্মেন্টস শিল্প চালু রয়েছে- এ শিল্পের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে নারী সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এ শিল্পের প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা কর্মজীবী বা প্রচলিত ধারণায় ১০ লক্ষ মহিলা কর্মরত রয়েছেন। আমাদের নাগরিক জীবনে বিভিন্ন শিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত) নিয়োজিত মহিলা কর্মজীবীরা দিন দিন সংখ্যায় ও গুণগত মানে স্বীয় আসন গড়ে তুলছেন। এ পরিবেশ সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের নজর দিতে হবে। পরিণতিতে নগর জীবনে নারীদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

নারীদের আইনগত অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারীদের আইনগত অধিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিশ্চিত হচ্ছে না। এছাড়াও বাধা হিসেবে রয়েছে সামাজিক কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতা ও ধর্মান্ধতা। এ সব বিষয়গুলো নারীদের আর্থ-সামাজিক ও নগর উন্নয়নে প্রতিকূলতা হিসেবে কাজ করছে। নিরাপত্তাহীনতা এখন আমাদের নগরবাসী মহিলাদের সর্বদা সন্ত্রস্ত রাখছে। অথচ উন্নত দেশের পাশাপাশি এশিয়ার মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ায় দেখা যায়, মহিলারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরার সুযোগ পাচ্ছেন। নারীর অধিকার ও উন্নয়নের স্বার্থে এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার।

নগর জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক হচ্ছেন নারী। নগরীর সমতাভিত্তিক উন্নয়নে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নগর জীবনের সুষম সমৃদ্ধি, বিকাশের জন্য এই সমতা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে নারীর সাংবিধানিক অধিকার সকল পর্যায়ে নিশ্চিত করা জরুরী।

এ প্রয়োজনে কয়েকটি সুপারিশ রাখা হল ঃ

নগর উন্নয়নে সকল নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
নগর পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
গৃহায়ন পরিকল্পনা ও পরিবেশ সংরক্ষণে নারীদের মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
নগরীতে নারীদের সহায়ক যানবাহন চালু ও চলাচলের নিরাপত্তা বিধান কতে হবে।
নগরীতে নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
নগরীতে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব বসতি দিবস প্রতি বৎসর আমাদের জন্য মানব বসতি উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত কর্মকৌশল নির্ধারণের সুযোগ নিয়ে আসে। দেশে গৃহহীন মানুষের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসমূহ এবং আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি।

নগরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর যে অংশটি এখন চরমভাবে ভাগ্য বিড়ম্বিত, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং অরক্ষিত তার বেশীর ভাগই দরিদ্র নারী। তাছাড়া সামগ্রিক বিবেচনায়, নগরের বিদ্যমান সুবিধাদির অনেক কিছুই নারীদের অনুকূল নয়। ব্যক্তি নিরাপত্তা, গৃহের পরিবেশ, চলাচলের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশসহ এমন অনেক বিষয় আছে যাতে নারীদের প্রয়োজন পুরুষের তুলনায় ভিন্ন। কাজেই ভিন্নতর ব্যবস্থাপনায় নারী পুরুষের যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নাগরিক জীবনকে সুন্দর করার জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। এই লক্ষ্যে এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Women in Urban Governance' অর্থাৎ 'নগর ব্যবস্থাপনায় নারী' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

নগর ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত নারী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশে নারীদের অংশীদারিত্বের বিষয়ে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নগরের বস্তি ও ফুটপাথবাসীদের মানবেতর অবস্থা নিরসনকল্পে আমাদের সরকারের গৃহীত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আমরা ঘরে ফেরা, আশ্রয়ণ, গৃহায়ন, একটি বাড়ি একটি খামার এবং বয়স্কদের জন্য শান্তিনিবাস কর্মসূচি চালু করেছি। দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বাংলাদেশে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ভারপ্রাপ্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

Global Strategy for Shelter to the Year 2000-এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৮৬ সাল থেকে United Nations Centre for Human Settlement (Habitat)-এর উদ্যোগে পৃথিবীব্যাপী অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে আশ্রয় অন্যতম হলেও দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য এর পর্যাপ্ত সংস্থান করা সরকারের একার পক্ষে দুরূহ। তা সত্বেও সীমিত সম্পদের মাধ্যমে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে দেশের আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে সবার আবাসন চাহিদা পূরণে সম্ভাব্য সব ধরণের সরকারী সহযোগিতা প্রদান করা যায়। ইতোমধ্যে জাতীয় গৃহায়ণ নীতির বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। অচিরেই গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী ব্যাপক গৃহায়ণ কর্মকান্ড শুরু করতে সক্ষম হবে- আশা রাখি।

জাতিসংঘ দেশের শহরগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় বিবেচনা করে এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে-'Women in Urban Governance' অর্থাৎ নগর ব্যবস্থাপনায় নারী। বাংলাদেশের জনসমষ্টির শতকরা ৪৮ ভাগই হচ্ছে নারী। তাই বর্তমান সমাজে নারীরাও এক বড় কর্মশক্তি। দেশের মানব বসতি পরিকল্পনা তথা নগর ব্যবস্থাপনার নগরীর বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীদের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি এবং এ দায়িত্ব পালনে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই সহায়ক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনেক সময় সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকে। যুগের দাবীতেই আমাদের নারীগোষ্ঠী সনাতন সংস্কার ত্যাগ করে ইতোমধ্যে ঘরের দায়িত্বের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ শুরু করেছেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বস্তরের মহিলাগণকে স্বাবলম্বী, দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০০০ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক

সৌজন্যেঃ EWPD

ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ
(বসুন্ধরা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

সেনা কল্যাণ ভবন (৪র্থ তলা), ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৫২৩২৯, ৯৫৫৩৯৯৯, ৯৫৬৯৭৯৫, ৯৫৬৯৭৯৩-৪
সাইট অফিসঃ ৮৮১৪০৬১, ৬০১৭৪০, ফ্যাক্সঃ ৯৫৬৯১৭২
E-mail: ewpd@bol-online.com
ওয়েব সাইটঃ www.bashundhara group.net